প্রাথমিক স্কুলে সাহায্য

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের তরফে জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলির পরিকাঠামো বিকাশে ২০ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে বলে জেলার শিক্ষা স্থায়ী কমিটির কর্মাধ্যক্ষ দেবাশিস প্রামাণিক জানিয়েছেন।

উত্তরের চা পাঠাতে ট্রেনে বুকিং

পূর্ণেন্দু সরকার

খুশি শিল্পপতিরা

- জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে সড়কপথে পণ্য পরিবহণে খরচ বাড়ছে
- চা রপ্তানির সুবিধার্থে রেল এগিয়ে এল
- রেলের মাধ্যমেই উত্তরের চা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে

জলপাইগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : জ্বালানির দাম বেড়েই চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই সড়কপথে পণ্য পরিবহণে খরচ বাড়ছে। এই অবস্থায় উত্তরের চা শিল্পকে স্বস্তি দিতে রেল এগিয়ে এল। রেলের মাধ্যমেই এবারে উত্তরের তরাই ও ডুয়ার্সের উৎপাদিত চা আরও সহজে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে। সোমবার জলপাইগুড়িতে ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইটিপিএ)-এর কনফারেন্স হলে চা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক বৈঠকের পর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সিনিয়ার ডিভিশনাল কমার্সিয়াল ম্যানেজার (কাটিহার) মোহন ঠাকুর একথা জানান। খুব কম খরচে কাজটি করা হবে বলে রেল জানিয়েছে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে চা শিল্পপতিরা খুবই খুশি। চা রপ্তানির জন্য জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার্স অফ কমার্স-এর পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি স্টেশনে ২৩ টনের দুটি পার্সেল ভ্যান বুকিং করা হয়। রেল হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রেলপথ দিয়ে বাংলাদেশেও চা পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে। এজন্য তারা দ্রুতই শিলিগুড়ি চা নিলাম কর্তৃপক্ষ, বটলিফ ফ্যাক্টরির মালিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসবে।

জলপাইগুড়িতে চা শিল্পপতিদের সঙ্গে রেলের বৈঠক। -সংবাদচিত্র

রেলের আধিকারিক মোহন ঠাকুর বলেন, 'উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা রেলের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হবে। চা রপ্তানির জন্য ১৫টি বগি বুক করা হলে আলাদা পার্সেল ভ্যানের ব্যবস্থা করা হবে। ১৫টি বগির কম বগি বুক করা হলে সেগুলিকে এক্সপ্রেস, সুপারফাস্ট ট্রেনের পিছনে যুক্ত করে দেওয়া হবে। রেল এই কাজের জন্য আপাতত এনজেপি জংশন, শিলিগুড়ি জংশন, রানিনগর, জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, বীরপাড়া, আলিপুরদুয়ারের মতো স্টেশনকে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরে আরও স্টেশনের প্রয়োজন পড়লে তা দেখা হবে।'

বিষয়টিকে কেন্দ্র করে চা শিল্পপতিরা খুবই খুশি। আইটিপিএ'র মুখ্য উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের কাজে বিভিন্ন স্টেশনকে ব্যবহার করলে স্থানীয় কর্মসংস্থানও হবে।' টি অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থবেঙ্গল-এর ডুয়ার্স শাখার সচিব শুভঙ্কর চক্রবর্তীও রেলের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার্স অফ কমার্সের যুগ্ম সম্পাদক মানব বকসি বলেন, 'চা সহ আরও কিছু সামগ্রী রপ্তানির জন্য ২৩ টনের দুটি পার্সেল ভ্যান বুক করা হয়েছে।' ব্যবসায়ী সংগঠনের আরেক যুগ্ম সম্পাদক রাজেশ আগরওয়াল বলেন, 'রেলের এই উদ্যোগে গোটা উত্তরবঙ্গ উপকৃত হবে।'

এদিনের বৈঠকে রেলের চিফ কমার্সিয়াল ম্যানেজার রাজদীপ দত্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্সিয়াল ম্যানেজার এন মোহন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মালদায় প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ পুজোর আগেই

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর : মালদা জেলার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সুখবর। উত্তর ২৪ পরগনার পাশাপাশি মালদায় অবিলম্বে প্রচুর শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রীসভা। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দুই জেলায় মোট ৩,৯২৫টি শূন্যপদে প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে মন্ত্রীসভার সোমবারের বৈঠকে। নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, সম্ভব হলে পুজোর আগেই এই নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষ করে ফেলা হবে।

পুরোনো আরও ৩,১২৫টি পদে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগেও ওই বৈঠকে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'রাজ্য সরকার সবসময়ই ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে চলছে। বিভিন্ন কারণে এতদিন এই নিয়োগ সম্পন্ন হয়নি। এখন দ্রুত নিয়োগ হয়ে যাবে।' বিরোধীরা অবশ্য এই সিদ্ধান্তকে উপনির্বাচনের আগে গিমিক বলে কটাক্ষ করেছে।

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'বেকারদের কর্মসংস্থান নিয়ে এই সরকারের কাছে কোনও কিছু আশা করা যায় না। সরকার যা ঘোষণা করেছে, তা আগে বাস্তবায়িত হোক। তারপর আশার আলো দেখা যাবে।' বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এসব রাজ্য সরকারের ভাঁওতা। এতদিন নিয়োগ হয়নি। এখন হাইকোর্টে ভর্ৎসিত হওয়ার পর রাজ্য সরকার বিষয়টি গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা রাজ্য সরকারের এই ঘোষণায় বিশ্বাস করি না।'

যদিও প্রদেশ কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'শূন্যপদে নিয়োগ ও আরও শূন্যপদ তৈরি হলে অনেক বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। এই উদ্যোগ সত্যি প্রশংসনীয়। কিন্তু শুধু ঘোষণার মধ্যে থাকলে চলবে না। বাস্তবায়িত করতে হবে।'

নবান্নের নির্দেশ

- উত্তর ২৪ পরগনাতেও অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত
- দুই জেলায় মোট ৩,৯২৫টি শূন্যপদে নিয়োগ
- সম্ভব হলে পুজোর আগেই এই নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষ হবে

সোমবার দুপুরেই নিয়োগকে কেন্দ্র করে একটি মামলায় হাইকোর্টে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান মানিক ভট্টাচার্যকে। রেহাই দিলেও হাইকোর্ট তাঁকে সুষ্ঠুভাবে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছিল। মনে করিয়ে দিয়েছিল, বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো অনেকের নিয়োগ এখনও আটকে আছে।

এরপরই বিকেলে রাজ্য মন্ত্রীসভা মালদা ও উত্তর ২৪ পরগনায় নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। মন্ত্রীসভার বৈঠক শেষে রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী নিয়োগের এই ঘোষণাটি জানান। ভবানীপুর কেন্দ্রে উপনির্বাচনে প্রার্থী হওয়ায় মনে করা হচ্ছে, আদর্শ আচরণবিধির গেরোয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন না।

নবান্ন সূত্রে খবর, পুজোর আগে কোনও কারণে একান্ত সম্ভব না হলে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নতুন পদেও দ্রুত নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রীসভা। জানা গিয়েছে, মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই বিষয়টি নিয়ে প্রথমে আলোচনা হয়। হাইকোর্টের রায় নিয়েও কথা হয়।

তারপরই মালদা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদকে এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করার নির্দেশ পাঠানো হয় এদিনই। শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বারবার হাইকোর্টে সরকারের মুখ পুড়েছে। এবার তার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর বলে মনে করা হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়ে দিয়েছেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতার অভিযোগ উঠলে সংশ্লিষ্ট জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের কর্তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বৃহস্পতিবারের মিছিলেও না

অভিষেকের কোনও কর্মসূচির অনুমতি দিল না ত্রিপুরা পুলিশ

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর : প্রশাসনের অনুমতি না পেয়ে বুধবারের পরিবর্তে বৃহস্পতিবার আগরতলায় পদযাত্রা করছে তৃণমূল। সোমবার তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও সেদিনও কিন্তু মিছিলের অনুমতি দেয়নি পুলিশ।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচির অনুমতি আগেই বাতিল করে দিয়েছিল ত্রিপুরা প্রশাসন। সোমবার তৃণমূল নেতৃত্বকে চিঠি দিয়ে আগরতলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, ওইদিন অন্য একটি রাজনৈতিক দলের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে না। এরপরই তৃণমূল সিদ্ধান্ত নেয়, বুধবারের পরিবর্তে বৃহস্পতিবার এই কর্মসূচি হবে। সেইমতো প্রস্তুতিও শুরু করে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদযাত্রা কর্মসূচি না দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তৃণমূলের বক্তব্য, তাদের সঙ্গে লড়াই আরও প্রকট করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। কারণ, বুধবার বামেদের যুব সংগঠনের রাজভবন ঘেরাও কর্মসূচি ছিল। কিন্তু বামেরা ওই কর্মসূচি বাতিল করে দিয়েছে। কাজেই বুধবার আগরতলায় কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকছে না। তাই প্রশাসন চাইলে বুধবারই অনুমতি দিতে পারত।

এনিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিপ্লব দেব প্রশাসন যতই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রোখার চেষ্টা করবেন, ততই তাঁর পতন দ্রুত হবে। অভিষেককে রোখার ক্ষমতা বিপ্লব দেব প্রশাসনের নেই।' যদিও বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র সুব্রত মজুমদার বলেন, 'প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেই যে কোনও কর্মসূচির অনুমতি দেয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।'

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদযাত্রায় গোটা রাজ্য থেকে লোক নিয়ে আসার পরিকল্পনা হয়েছিল। অভিষেকের পদযাত্রায় লোক আনার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন তৃণমূল নেতৃত্ব। কিন্তু বিভিন্ন জেলা থেকে যে বাস বুক করা হয়েছিল, তা বাস মালিকরা বাতিল করে দেন। সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৫টি বাস বিভিন্ন জেলা থেকে আনার পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু বাস মালিকরা জানিয়ে দেন, তাঁরা অগ্রিমের টাকা ফিরিয়ে দিতে রাজি আছেন। কিন্তু বাস দেবেন না। তৃণমূলের ত্রিপুরা রাজ্য সভাপতি আশিসলাল সিং বলেন, 'বাস মালিকদের ভয় দেখাচ্ছেন বিজেপি নেতারা। সেই কারণে বাস মালিকরা আমাদের কাছে অগ্রিম নিয়েও বাস দিচ্ছেন না।'

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালের বিমানে অভিষেকের আগরতলায় যাওয়ার কথা ছিল। ওইদিন কর্মসূচি শেষে রাতে কলকাতায় ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার কর্মসূচি হওয়ায় আপাতত সিদ্ধান্ত হয়েছে, ওইদিন সকালের বিমানে অভিষেক আগরতলায় যাবেন। তিনি দলের বিভিন্ন জেলার নেতাদের সঙ্গে বৈঠকও করবেন। ওইদিন দলের রাজ্য কমিটিও তিনি ঘোষণা করতে পারেন।

বিজেপির তদন্ত কমিটি চলছে, আদালতে রাজ্য

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : সুপ্রিম কোর্টে ভোট পরবর্তী হিংসার মামলায় কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গতিবিধি ও অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে সরব হল রাজ্য। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি বিনীত শরণ ও অনিরুদ্ধ বসুর ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্যের তরফে দায়ের করা এই মামলার শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবাল সরাসরি একাধিক কমিশন, কেন্দ্রীয় কমিটির নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সিবাল এদিন জানান, সিবিআই নয়, বিজেপির নিজস্ব তদন্ত কমিটি চলছে রাজ্যজুড়ে। যার উদ্দেশ্য হল, রাজ্য সরকারকে কালিমালিপ্ত করা। এই মামলায় এদিন একটি অন্তবর্তীকালীন নির্দেশের জন্য আবেদন করেছিলেন সিবাল। তবে সেই আবেদন খারিজ করে দেয় ডিভিশন বেঞ্চ।

সোমবার শুনানিতে সিবালের দাবি, মানবাধিকার কমিশনের যে সদস্যরা রিপোর্ট দিয়েছেন তাঁদের ভূমিকা বিতর্কিত। অনেকেরই বিজেপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তাই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ অস্বীকার করা যায় না। সরাসরি কমিশন সদস্যদের নাম না নিলেও সূত্র অনুযায়ী জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের সন্দেহভাজনের তালিকায় রয়েছেন তিন সদস্য রাজীব জৈন, আতিফ রশিদ ও রজুলবেন দেশাই। রাজীব জৈন প্রাক্তন আইবি চিফ ও অমিত শা ঘনিষ্ঠ, আতিফ রশিদ দিল্লির বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের নেতা এবং রাজুলবেন দেশাই গুজরাটের মহিলা বিজেপি নেত্রী।

ব্যবসায়ীকে গুলি

কিশনগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর : অলংকার ব্যবসায়ীকে গুলি করে টাকা ও অলংকার লুটের ঘটনা ঘটল। রবিবার রাতে কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের কাটা তারাবাড়ি গ্রামের অলংকার ব্যবসায়ী জ্ঞানেশ্বর কর্মকারকে দুষ্কৃতীরা গুলি করে প্রায় ১২ হাজার টাকা নগদ ও পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি সোনারুপোর গয়না লুট করে পালিয়ে যায় বলে পুলিশ সূত্র জানিয়েছে। আহত ব্যবসায়ীকে কিশনগঞ্জের একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে পুলিশ ভর্তি করে।

চিকিৎসাধীন ওই ব্যবসায়ী জানান, তিনি একটু বেশি রাতে দোকানের কাজ সেরে বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেসময় দোকানের অদূরে অজ্ঞাত দুষ্কৃতীদের গুলির আঘাতে তিনি বাইক সহ পড়ে যান। দুষ্কৃতীরা বাইকের ডিকি ভেঙে সবকিছু লুট করে পালিয়ে যায়। কিশনগঞ্জের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আনোয়ার জাভেদ আনসারি বলেন, 'পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।' বর্তমানে রোগীর অবস্থা স্থিতিশীল বলে চিকিৎসক জানান।

নবাববাড়ির মেয়ে

প্রথম পাতার পর

নবাবদের আরও অনেককিছু নির্মাণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। নবাবদের তৈরি শতাব্দীপ্রাচীন অনেক ভবন এখন সরকারি অফিস। সেগুলি কী অবস্থায় আছে, তা দেখতেই সোমবার রহমান হাউস, কোর্ট বিল্ডিং, আদালত লাগোয়া মসজিদ ঘুরে দেখেন আসমা।

আসমা বলেন, জলপাইগুড়ির নবাব মোশারফ হোসেন আমার আদি পুরুষ। আমি সেই নবাব বংশের মেয়ে। কিন্তু নবাবদের পুরোনো সম্পত্তিতে কোথাও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে কিছু লেখা হয়নি। সম্পত্তিগুলিকে হেরিটেজ করা দরকার। মানুষকে জানানো উচিত এই নবাবরা কী করেছিলেন জলপাইগুড়ির জন্য।

আবহাওয়া

মঙ্গলবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	২৯.০	২৭.০
শিলিগুড়ি	৩১.০	২৪.০
জলপাইগুড়ি	৩১.০	২৫.০
কোচবিহার	৩২.০	২৬.০
আলিপুরদুয়ার	৩২.০	২৬.০
মালদা	২৯.০	২৬.০
রায়গঞ্জ	২৯.০	২৫.০
গ্যাংটক	২৪.০	১৬.০

জৈল সিংয়ের নাতি বিজেপিতে

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর : বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিংয়ের নাতি ইন্দ্রজিৎ সিং। সোমবার দিল্লিতে বিজেপির সদরদপ্তরে তাঁর হাতে দলের প্রাথমিক সদস্যপদের নথি তুলে দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি। ভারতের সপ্তম রাষ্ট্রপতি ছিলেন জৈল সিং। ইন্দিরা গান্ধি সরকারে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি। বিজেপিতে যোগ দিয়ে ইন্দ্রজিৎ বলেন, 'আজ আমার দাদুর ইচ্ছা পূরণ হল। কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করা হয়েছিল, তা সবার জানা।'

ভূপেন্দ্রর শপথ

আহমেদাবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বর : গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন ভূপেন্দ্র প্যাটেল। গান্ধিনগরের রাজভবনে তাঁর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত ও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। টুইট বার্তায় নরেন্দ্র মোদি লিখেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথগ্রহণের জন্য ভূপেন্দ্র প্যাটেলকে শুভেচ্ছা। আশা করি তিনি গুজরাটকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে পারবেন।'

জোড়া হত্যায়

প্রথম পাতার পর

বেলা বারোটা নাগাদ প্রথমে এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। তারপর অভিযুক্তকে সঙ্গে নিয়ে রেইকি করে এলাকা চিহ্নিত করা হয়। সঙ্গে মৃত যুবতীর মাকেও আনা হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট এবং এসিপি (ওয়েস্ট) মণীশকুমার যাদবের সামনে মৃতদেহ তোলার কাজ শুরু হয়। কিছুক্ষণ খোঁড়ার পরেই একটি কম্বল বের হয়। সেই কম্বলেই মোড়া ছিল যুবতীর মৃতদেহ। কম্বল খুলতেই কালো প্যান্ট এবং কালো রংয়ের জ্যাকেট পরা একটি নরকঙ্কাল উদ্ধার হয়। যুবতীর মা তাঁর মেয়ের কাপড় দেখে দেহ শনাক্ত করতেই পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এদিকে, ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক ভিড় জমে যায়। অভিযুক্ত নিজের বাড়ির সামনেই এই ধরনের কাজ করতে পারে, ধারণাই করতে পারছেন না প্রতিবেশীরা। স্থানীয় বাসিন্দা সুশীল বর্মন বলেন, 'বাড়ির কাছে এই ধরনের ঘটনা হবে ভাবতেই পারছি না। অভিযুক্তর কঠোর শাস্তি দাবি করছি।' এদিকে মৃতার মা বলেন, 'তিন মাস ধরে মেয়ের খোঁজ পাচ্ছিলাম না। থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ করেছিলাম। আজ হঠাৎ পুলিশ বলল মেয়েকে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু মেয়ে নেই, মেয়ের কঙ্কাল উদ্ধার হয়েছে। অভিযুক্তর ফাঁসি চাই।'

দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস

চলছে সমান্তরাল সংগঠন, অভিযোগ যাচ্ছে রাজ্যে

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্বকে বাইপাস করে সমান্তরাল দলীয় সংগঠন চালানোর চেষ্টা চলছে শিলিগুড়িতে। দলের মূল সংগঠন হোক বা শাখা সংগঠন, সব ক্ষেত্রেই সমান্তরাল সংগঠন চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই একথা জানিয়ে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ গিয়েছে দলের অন্দর থেকেই।

দলীয় সূত্রে খবর, অনেকেই এতকাল দলের বিভিন্ন দায়িত্বে থেকে করেকম্মে খাচ্ছিলেন। এবার পদ চলে যাওয়ায় মাসোহারা সহ অনেক কিছুই বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। তাই সেইসব নেতা আর নতুন কমিটির নেতৃত্বকে সহযোগিতা করছেন না। শেষ চেষ্টা হিসাবে নিজের লবিকে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন তাঁরা।

তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেন, 'আইএনটিটিইউসিতে এরকম কারবার চলছে বলে একটা খবর পেয়েছি। আমি সতর্ক করে দিয়েছি। রাজ্য নেতৃত্ব যাঁকে যা দায়িত্ব দিয়েছেন, সেটাই মেনে আমাদের চলতে হবে। কোনও সমান্তরাল সংগঠন চালানোর চেষ্টা হলে যেখানে যা বলার বলব।'

দলের একাংশের মতে, জেলা সভানেত্রীর কথাতেই স্পষ্ট হচ্ছে যে, তিনি এসব নিয়ে কোনও লবিকেই ছেড়ে কথা বলবেন না। কিন্তু আদৌ তিনি সে কাজে কতটা সফল হবেন, তা সময়ই বলবে।

সম্প্রতি দার্জিলিং জেলা নেতৃত্বে বড়সড়ো রদবদল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই প্রথম দলের মূল সংগঠনের সভাপতি, মহিলা সভানেত্রী এবং শ্রমিক সংগঠনের সভাপতির দায়িত্বও শিলিগুড়ি শহরের বাইরের নেতাদের হাতে দেওয়া হয়েছে। আর এতেই মুখ ফুলে ঢোল হয়েছে শহরের নেতাদের একটা বড় অংশের। কেননা, দল শিলিগুড়িতে বারবার বিভিন্ন নির্বাচনে পরাজিত হলেও তাঁদের ঠাটবাটে কোনও বদল হয়নি। বরং বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়মিত তোলাবাজি, বেআইনি জমির কারবারে মদত দিয়ে তোলা আদায় সহ সমস্ত অনিয়মের সঙ্গেই শহরের নেতাদের একাংশ জুড়ে থেকেছেন। আর অন্যায়কারীরা পার পাওয়ার জন্য এই নেতাদেরই শরণাপন্ন হয়েছেন।

এই সুযোগটাকে কখনও কাজে লাগিয়েছে দলের মূল সংগঠন, আবার কখনও কাজে লাগিয়েছেন শ্রমিক সংগঠনের কর্তাব্যক্তিরা। শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারে কীভাবে একাধিক মাফিয়াকে পিছন থেকে মদত দিয়ে সুবিধা আদায় করেছেন শহরের একাধিক নেতা, তা সকলেরই জানা।

কিন্তু দলের শীর্ষ নেতৃত্ব শহরের এই নেতা-নেত্রীদের জব্দ করতে বিভিন্ন পদে নতুন মুখ এনেছে। কোচবিহারের নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের মেয়ে পাপিয়া ঘোষকে দলের জেলা সভানেত্রী করা হয়েছে। দলের জেলা চেয়ারম্যান হয়েছেন শিলিগুড়ির নেতাদের চক্ষুশূল প্রবীণ শ্রমিক নেতা অলোক চক্রবর্তী। মহিলা সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একদা বাম নেত্রী জ্যোতি তিরকিকে। দলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতির পদ থেকেও অরূপরতন ঘোষকে সরিয়ে নির্জল দেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কী চলছে

- শহরের হেভিওয়েট নেতা দলেরই এক যুবনেতাকে খড়িবাড়িতে বাড়ি ভাড়া করে রেখেছেন
- জেলা সভানেত্রীকে না জানিয়ে তাঁকে সেই অঞ্চলের দলীয় সংগঠন দেখভালের দায়িত্ব দিচ্ছেন
- আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি নির্জল দে-কে অন্ধকারে রেখে দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি বিভিন্ন এলাকায় বৈঠক করছেন
- এমন বৈঠকের ছবি সহ ফেসবুক পোস্ট রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হচ্ছে

আর এতেই গেল গেল রব উঠেছে শহরের তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের মধ্যে। তবুও রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশকে একরকম অমান্য করেই শিলিগুড়ির একাধিক তাবড় নেতা সমান্তরালভাবে সংগঠন চালানোর চেষ্টা শুরু করেছেন।

শহরের হেভিওয়েট নেতা দলেরই এক যুবনেতাকে খড়িবাড়িতে বাড়ি ভাড়া করে রেখে সেই অঞ্চলের দলীয় সংগঠন দেখভালের দায়িত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে জেলা সভানেত্রী কিছুই জানেন না। আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি পদে রয়েছেন নির্জল দে। অভিযোগ, তাঁকে অন্ধকারে রেখে দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি নিজের মতো করে বিভিন্ন এলাকায় নেতাদের নিয়ে বৈঠক করছেন।

এমন বৈঠকের ছবি সহ ফেসবুক পোস্ট রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হচ্ছে। দলের মহিলা সংগঠন নিয়েও প্রচুর সমস্যা তৈরির চেষ্টা চলছে। জ্যোতি তিরকিকে এখনও শহরের অনেক নেত্রীই মেনে নিতে পারেননি। তবে, তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী বলেন, 'আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতিকে না জানিয়ে অন্য কে বা কারা নিয়ন্ত্রিত বাজারে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল। আমি সেটা বন্ধ করতে বলেছি।'

সীমান্তে চিনা নাগরিক ধৃত

প্রথম পাতার পর

সেবার জয়গাঁ যাওয়ার পথে এক চিনা মহিলাকেও আটক করেছিল পুলিশ।

ধৃত চিনা নাগরিকের কাছে আমেরিকার পাসপোর্টের পাশাপাশি ভারতীয় প্যান কার্ড পাওয়া গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই নাগরিকের কাছে ভারতীয় আধার কার্ডও পাওয়া গিয়েছে। ভারতীয় ৭,৬০০ টাকা, নেপালের ১১ হাজার ১২৫ টাকা, একটি মোবাইল ফোন, নেপালে ভদ্রপুর থেকে কাঠমান্ডু পর্যন্ত বিমানের টিকিটও মিলেছে বলে এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে। পাসপোর্টে তার নাম রয়েছে চোয়েজোর ওয়েসার। আবার প্যান কার্ডে নাম রয়েছে চোয়েজোর বোধা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে এসএসবি জানতে পেরেছে, হিমাচলপ্রদেশে পড়াশোনার পরে আমেরিকায় চলে গিয়েছিল ওই যুবক। আবার ১০-১২ দিন আগে সম্ভবত উত্তরপ্রদেশ হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। তার পরেই এদিন রাতে পানিট্যাঙ্কি হয়ে আবার নেপালে ফিরছিল। জিজ্ঞাসাবাদের পরেই ধৃতদের খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেবে এসএসবি।

সংক্রামিত ৬৪

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৩ সেপ্টেম্বর : সোমবার উত্তরের বেশ কয়েকটি জেলা মিলিয়ে ৬৪ জনের করোনা সংক্রমণের বিষয়টি সামনে আসে। সংক্রামিত কারও কোথাও অবশ্য মৃত্যুর কোনও খবর নেই। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, কোচবিহারের আরও ১৫, আলিপুরদুয়ারের ৮, জলপাইগুড়ির ১৭, শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার ১২, দার্জিলিং জেলার ২২ এবং মালদার ২ জন করোনা ভাইরাসের কবলে পড়েছেন।

শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় যাঁরা সংক্রামিত হয়েছেন তাঁদের ১১ জন দার্জিলিং জেলার অধীনস্থ ওয়ার্ড এবং ১ জন জলপাইগুড়ি জেলার অধীনস্থ ওয়ার্ডের বাসিন্দা। দার্জিলিং জেলায় সংক্রামিতদের মধ্যে কার্সিয়াং পুরসভা এলাকার ১, মিরিকের ২, তাকদার ২, মাটিগাড়ার ১, নকশালবাড়ির ৪ এবং ফাঁসিদেওয়ার ১ জন বাসিন্দা রয়েছেন। জেলায় আগে সংক্রামিত ১৬ জন এদিন সুস্থ হয়ে ওঠেন।

কোচবিহারে সংক্রামিতদের মধ্যে সদরের ১১, তুফানগঞ্জের ২ এবং মাথাভাঙ্গার ২ জন বাসিন্দা রয়েছেন। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে আগে সংক্রামিত যথাক্রমে ১৬ এবং ৮ জন এদিন সুস্থ হয়ে ওঠেন।

নৌকোতেই স্নান।। গজলডোবা সংলগ্ন এলাকায়। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

পদবিই সম্বল

প্রথম পাতার পর

অনেকেই এই পদবি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এমন পদবি কীভাবে এল, সেসব জানতে চান। অনেকে পদবি বদলেও নিয়েছে। তবে আমরা পদবি পরিবর্তনের পক্ষে নই। এই পদবিটুকু আমাদের পূর্বপুরুষের পরিচয়। এই পদবি মহান কোচবিহার রাজত্বের স্মৃতি বহন করে। আমরা একে আঁকড়েই বাঁচতে চাই।'

কোচবিহার রাজ পরিবারের প্রতি এঁদের আনুগত্য এখনও অমলিন। সেই থেকেই এখনও প্রতিবছর মদনমোহনের রাস উৎসবে পরিবার সহ শামিল হওয়ার চেষ্টা করে বলে জানান এঁরা। কালীচরণ পাখাধরার আক্ষেপ, 'এখন আর কেউ আমাদের নিয়ে ভাবে না। সে ভাবনার সুযোগও নেই। তবুও পূর্বপুরুষের কর্মভূমি কোচবিহার আমাদের কাছে শ্রদ্ধার।'

কোচবিহার রাজবাড়ি, রাজাদের ইতিহাস এবং রাজবংশের নানা দিক নিয়ে বহু গবেষণা, লেখা বা তথ্যতালাশ হলেও অন্তজ এই মানুষগুলো সেভাবে জায়গা পাননি ইতিহাসের পাতায়। এই দিকগুলি নিয়ে গবেষণা আখেড়ে কোচবিহার রাজবংশ এবং রাজ পরিবারের গৌরবময় অতীতকেই আরও জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে বলেই মত গবেষকদের।

হলদিবাড়ি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা তথা গবেষক রত্না রায় বলেন, 'আমার জন্ম এবং বড় হয়ে ওঠা কোচবিহার শহরে। পরবর্তীতে ইতিহাসের ছাত্রী হিসেবেও কোচবিহার নিয়ে অনেককিছু পড়েছি। তবে এঁদের উল্লেখ সেভাবে পাইনি। বলতে গেলে ইতিহাসের পাতায় এই রাজ কর্মচারীদের ইতিহাস একেবারেই অধরা।'

ইতিহাস বা ঐতিহাসিক দলিলে শামিল হওয়ার চাইতেও কোচবিহার রাজ পরিবার, রাজবাড়ি এবং পূর্বপুরুষের অতীত গর্ব নিয়েই বেঁচে থাকা অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ এই প্রান্তিক মানুষগুলির কাছে। বাস্তবে এঁরা হয়তো বোঝেনই না যে, এঁরা নিজেরাই আসলে ইতিহাসের জীবন্ত দলিল।

উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন বিপ্লব

হরিরামপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর : দক্ষিণবঙ্গ ও গৌড়বঙ্গের পরে এবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঘুরবেন রাজ্যের কৃষি ও বিপণনমন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। সোমবার তিনি এখবর জানিয়ে বলেন, 'সুফল বাংলার কিছু স্টল উদ্বোধন করব উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায়। সুফল বাংলা স্টল ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে। কৃষি নির্ভর উত্তরবঙ্গকে কীভাবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সে বিষয়ে জেলা সফরে বেরিয়ে বিস্তারিত খোঁজ নেব। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি যাব।' মন্ত্রীর সফর সঙ্গী থাকবেন কৃষি ও বিপণন দপ্তরের চিফ সেক্রেটারি, চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার সহ অ্যাডিশনাল সেক্রেটারিরা। বিপ্লববাবু জানান, 'কৃষিপণ্য বিপণনের সঙ্গে উন্নয়নের দিকগুলো খতিয়ে দেখা হবে। যে বিষয়গুলিতে উন্নয়নের সম্ভাবনা আছে, তা খতিয়ে দেখা হবে। দ্রুত বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে দপ্তরের আধিকারিকরাও সফর সঙ্গী হচ্ছেন। ইতিমধ্যেই পেঁয়াজের উৎপাদন বাড়ানো নিয়ে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে গোটা বাংলাজুড়ে। পাশাপাশি ন্যায্য দামে খাঁটি সর্ষের তেল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সর্ষের তেল মিল স্থাপনের মতো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গৌড়বঙ্গের তিন জেলাতেই ধান উৎপাদন বেশি হয়ে থাকে। আধুনিক রাইস মিল স্থাপনের জন্য কৃষি বিপণন দপ্তর থেকে খোঁজ নেওয়া শুরু হয়েছে।'

ভর্তি ১৭৯ শিশু

প্রথম পাতার পর

ডেঙ্গি সহ বিভিন্ন পরীক্ষার পরামর্শ দিয়েছি। ভাইরাল পরীক্ষার জন্য ১০টি শিশুর লালার নমুনা কলকাতায় পাঠানো হবে। তবে ভয়ের কোনও কারণ নেই। শিশুদের অনেকেই সুস্থ হয়ে বাড়িও ফিরে যাচ্ছে।' পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে বলে মালের এসিএমওএইচ ডাঃ সুদীপ্ত মণ্ডল জানিয়েছেন। ওদলাবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্বিভাগে শিশুদের জন্য আলাদা বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে মালের বিএমওএইচ ডাঃ প্রিয়াংকু জানা জানান। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা পুরোদমে চেষ্টা করছেন বলে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাঃ সুরজিৎ সেন জানিয়েছেন। জেলা শাসক বলেন, 'শিশুদের মায়েদের সঙ্গে কথা বলেছি। হাসপাতালে চিকিৎসার কোনও খামতি নেই বলে তাঁরা আমাকে জানিয়েছেন। কেউ যাতে আতঙ্কিত না হন সেজন্য সবাইকে অনুরোধ জানিয়েছি।'

কয়েকদিন ধরে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জ্বর ও পেট খারাপের সমস্যায় ভোগা শিশুদের জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হচ্ছে। গত শুক্রবার একদিন প্রায় ৪২টি শিশু ভর্তি হয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তি শিশুদের কোভিডের র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট (র‍্যাট) করা হচ্ছে। শিশুদের পাশাপাশি তাদের মায়েদেরও পরীক্ষা করা হচ্ছে। চাপ বাড়ায় হাসপাতালে ৪৫ বেডের নতুন শিশু ওয়ার্ড চালু করা হয়েছে। আউটডোরেও শিশুদের ভিড় বাড়ছে। এদিনও ১৫০-র বেশি শিশুকে নিয়ে অভিভাবকরা আউটডোরে এসেছিলেন। এই শিশুদের বেশিরভাগই জ্বরে আক্রান্ত ছিল। মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের আউটডোরে ২০০-টিরও বেশি শিশুকে এদিন চিকিৎসক দেখাতে নিয়ে আসা হয়েছিল। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হওয়ায় জেলা শাসক সকালে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। এরপর জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডের পাশাপাশি করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের কথা মাথায় রেখে নির্মীয়মাণ পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (পিকু) ঘুরে দেখেন। এদিন একটি শিশুর রক্তে ডেঙ্গির সংক্রমণ মেলে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, হাসপাতালের সিক নিওনেটাল কেয়ার ইউনিটে করোনা সংক্রামিত ১৮ দিনের এক শিশু ভর্তি রয়েছে।